Vol. 36 | No. 3 | 1993

Check for updates

সাহিত্য পত্রিকা

journal.bangla.du.ac.bd

কাজী নজরুল ইসলামের কবিতার ছন্দ: অগ্নি-বীণা

Volume	36
Issue	3
Year	1993
ISSN	0558-1583
eISSN	3006-886X
Author(s)	মোহাম্মদ মনিরুজ্জামান
Published online	June 1, 1993
DOI	10.62328/sp.v36i3.2
Link to article	https://doi.org/10.62328/sp.v36i3.2
Pages	55-80
Publisher	University of Dhaka
Copyright	সাহিত্য পত্রিকা
Designed and Developed by	Zobayer Abdullah

Check for updates

কাজী নজরুল ইসলামের কবিতার ছন্দ: *অগ্নি-বীণা*

মোহাম্মদ মনিরুজ্জামান

মধুসূদন, রবীন্দ্রনাথ ও সত্যেন্দ্রনাথ দত্তের পর আধুনিক বাংলা কবিতায় নতুন বক্তব্য, দৃষ্টিভঙ্গি ও প্রাণশক্তি নিয়ে আবির্ভূত হয়েছিলেন কাজী নজরুল ইসলাম। তাঁর কবিতার বৈশিষ্ট্যের অন্যতম ধারক তাঁর ছন্দ-পরীক্ষার নানা মাত্রিক উৎকর্ষ। বাংলা তিন রীতির ছন্দেই তাঁর পরীক্ষা-উত্তীর্ণ সফলতা বর্তমান। তবু তাঁর উৎকর্ষের ও নবতর অবদানের প্রধান দুটি ক্ষেত্র স্বরবৃত্ত ও মাত্রাবৃত্ত ছন্দ।

বর্তমান প্রবন্ধে *অগ্নি-বীণা* কাব্যগ্রন্থের কবিতাসমূহ অবলম্বনে এই উৎকর্ষ ও অবদানের আলোচনা করা হবে।

।। দুই ।।

কাজী নজরুল ইসলামের প্রথম কাব্যগ্রন্থ *অগ্নি-বীণা* গ্রন্থাকারে প্রথম প্রকাশিত হয় কার্তিক ১৩২৯, অক্টোবর ১৯২২এ। উৎসর্গ পত্রের গানটি সহ মোট তেরটি কবিতা এ-গ্রন্থে গৃহীত হয়েছে। কবিতাগুলো প্রকাশকাল অনুসারে নয়, বিষয় বিবেচনায় গ্রথিত; কাব্য গ্রন্থের জন্য এটাই স্বাভাবিক। ছন্দ আলোচনার সুবিধার জন্য কালক্রম বিবেচনার প্রয়োজন আছে। প্রকাশ কাল অনুসারে[১] এই তেরটি কবিতার তালিকা নিম্নরূপ:

১. শাত-ইল্-আরব, জৈষ্ঠ্য ১৩২৭, মে-জুন ১৯২০, *মোসলেম ভারত,* ১ম বর্ষ, ১ম খণ্ড, ২য় সংখ্যা।

২. খেয়া পারের তরণী, শ্রাবণ ১৩২৭, জুলাই-আগস্ট ১৯২০, *মোসলেম ভারত,* ১ম বর্ষ ১ম খণ্ড, ৪র্থ সংখ্যা।

৩. কোরবানী, ভাদ্র ১৩২৭, আগস্ট-সেপ্টেম্বর ১৯২০, *মোসলেম ভারত,* ১ম বর্ষ ১ম খণ্ড, ৫ম সংখ্যা

৪. মোহররম, আশ্বিন ১৩২৭, সেপ্টেম্বর-অক্টোবর ১৯২০, *মোসলেম ভারত*, ১ম বর্ষ ১ম খণ্ড, ৬ষ্ট সংখ্যা

৫. উৎসর্গ পত্র, শ্রাবণ ১৩২৮, *উপাসনা* ('অগ্নি-ঋষি' শিরোনামে)[২]

৬. রণ-ভেরী, আশ্বিন ১৩২৮, সেপ্টেম্বর-অক্টোবর ১৯২১, *সাধনা*, ৩য় বর্ষ ৬ষ্ঠ সংখ্যা।

৭. আগমনী, আশ্বিন ১৩২৮, সেপ্টেম্বর-অক্টোবর ১৯২১. *উপাসনা।*

৮. আনোয়ার, কার্তিক ১৩২৮, অক্টোবর-নভেম্বর, ১৯২১, *সাধনা*, ৩য় বর্ষ, ৭ম সংখ্যা।

৯. কামাল পাশা, কার্তিক ১৩২৮, অক্টোবর-নভেম্বর ১৯২১, *মোসলেম ভারত*, ২য় বর্ষ ৩য় সংখ্যা

১০. বিদ্রোহী, কার্তিক ১৩২৮, অক্টোবর-নভেম্বর ১৯২১, *মোসলেম ভারত* ২য় বর্ষ ৩য় সংখ্যা
[সাপ্তাহিক *বিজলী* ২২ পৌষ ১৩২৮, ৬ জানুয়ারী ১৯২২, *প্রবাসী* মাঘ ১৩২৮, জানুয়ারী-ফেব্রুয়ারী ১৯২২, ২১ ভাগ ২য় খণ্ড, ৪র্থ সংখ্যা, এবং *সাধনা*, বৈশাখ ১৩২৯ সংখ্যায় পুনর্মুদ্রিত]

১১. প্রলয়োল্লাস, জৈষ্ঠ ১২২৯, মে-জুন ১৯২২, *প্রবাসী* ২২ ভাগ, ১ম খণ্ড, ২য় সংখ্যা।
[*নারায়ণ*, আষাঢ় ১৩২৯-এ সংকলিত]

১২. ধূমকেতু, শ্রাবণ ১৩২৯, জুলাই-আগস্ট ১৯২২, *ধূমকেতু* অর্ধসাপ্তাহিক পত্রিকা, ১২ আগষ্ট ১৯২২ (প্রথম প্রকাশ)।

১৩. রক্তাম্বর ধারিণী মা, ভাদ্র ১৩২৯, (আগষ্ট-সেপ্টেম্বর) ১৯২২ *ধূমকেতু*, ১ম বর্ষ, ৪র্থ সংখ্যা।

।। তিন ।।

এই তালিকার প্রথম কবিতা 'শাত্-ইল-আরব' মাত্রাবৃত্ত ছন্দে রচিত। বিষয়, শব্দ-চয়ন ও ছন্দ-ব্যবহারের বৈশিষ্ট্যে নজরুল এই কবিতাতেই বাংলা কাব্যক্ষেত্রে তাঁর স্বাতন্ত্র্যকে প্রতিষ্ঠা করেছেন। ছন্দের ক্ষেত্রে স্তবকরীতি গ্রহণ করছেন; প্রথম স্তবকের প্রথম দুটি চরণ ৬।৬।৬।৫ মাত্রার। পরের ছয়টি চরণে মাত্রা বিন্যাস নিম্নরূপ:

৬।৬
৬।৬
৬।৬।৬।৫
৬।৬।৬।৫
৬।৬।৬।৫

এই ছয়টি চরণের মাত্রাবিন্যাস রীতি পুনরাবৃত্ত হয়েছে পরের ছয়-চরণের পাঁচটি স্তবকে।

```
 |–   |–     | – |–      | |  | |  | |     | –    –
শাতিল্ আরব! | শাতিল্ আরব!! | পূত যুগে যুগে | তোমার তীর        ৬।৬।৬।৫

 | |–  | |      | |–    –     | | |   | | |  | –   –
শহীদের লোহু, | দিলীরের খুন | ঢেলেছে যেখানে | আরব-বীর।        ৬।৬।৬।৫

          | | |   | | |    – |  | | |
          যুঝেছে এখানে | তুর্ক সেনানী, |                      ৬।৬

          | | |   | | |    – |   | | |
          য়ুনানী মিস্‌রী | আরবী কেনানী | ; -                 ৬।৬

 | | |   | | |   – |  |–    | | – –    – |  –
লুটেছে এখানে | মুক্ত আজাদ্ | বেদূঈন্‌দের | চাঙ্গা শির!        ৬।৬।৬।৫

                       – |  –
                       ন্যাঙ্গা- শির–                         ৫

 – –   | |   | |  | |  | |   – |  | | |    –  |–
শম্‌শের হাতে | আঁসু আঁখে হেথা | মূর্তি দেখেছি | বীর-নারীর!       ৬।৬।৬।৫

 |–   |–     | –  | –    | |  | |  | |     |–    –
শাতিল্ আরব! | শাতিল্ আরব!! | পূত যুগে যুগে | তোমার তীর।       ৬।৬।৬।৫

          –  | | –    – |  | | |
          কুত্-আমারা'র | রক্তে ভরিয়া |                       ৬।৬

          – |  | | |    | –   | | |
          দজ্‌লা এনেছে | লোহুর দরিয়া; |                      ৬।৬
```

।।। । — ।।। —। ।। — — —।—
উগারি' সে খুন। তোমাতে দজ্‌লা। নাচে ভৈরব। 'মস্তানী'র ৬।৬।৬।৫
—।—
ত্রস্তা-নীর ৫
—।—। —। ।— —। ।।। —।—
গর্জে রক্ত। গঙ্গা ফোরাত, ।– "শাস্তি দিয়েছি ।গোস্তাখীর!" ৬।৬।৬।৫
—। ।— ।।। ।— ।। ।। ।। ।— —
দজলা-ফোরাত। বাহিনী শাতিল্‌! ।পূত যুগে যুগে ।তোমার তীর। ৬।৬।৬।৫

।।। ।— ।— —।
বহায়ে তোমার। লোহিত বন্যা।
।— ।।। ।।। —।
ইরাক্ আজমে ।করেছ ধন্যা- ।
— ।। — ।। ।—। ।।। ।— —।—
বীরপ্রসূ দেশ। হ'ল বরেণ্যা। মরিয়া মরণ ।মর্দমীর!
—।—
মর্দ বীর
।।— ।। ।। ।। ।। ।। । ।— —।—
শাহারায় এরা। ধুঁকে' মরে তবু। পরে না শিকল। পদ্ধতির।
।— ।— ।— ।— ।। ।। ।। ।— —
শাতিল্‌-আরব!। শাতিল্‌-আরব!! ।পুত যুগে যুগে। তোমার তীর।

দুষ্‌মন লোহু। ঈর্ষায় নীল।
তব তরঙ্গে। করে ঝিল-মিল্‌,।
বাঁকে বাঁকে রোষে। মোচড় খেয়েছে। পিয়ে নীল খুন। পিণ্ডারীর।
জিন্দা বীর
'জুলফিকার' আর ।'হায়দরী' হাঁক ।হেথা আজো হজ ।রত্ আলীর–
শাতিল্‌-আরব! ।শাতিল্‌-আরব!!। জিন্দা রেখেছে। তোমার তীর।

ললাটে তোমার। ভাস্বর টীকা
বস্‌রা-গুলের। বহ্নিতে লিখা;

এ যে বসোরার | খুন-খারাবী গো | রক্ত- গোলাপ | মঞ্জরীর!
খঞ্জরীর
খঞ্জরে ঝরে | খর্জ্জুর-সম | হেথা লাখো দেশ | ভক্ত-শির!
শাতিল্-আরব! | শাতিল্ আরব!! | পূত যুগে যুগে | তোমার তীর।

ইরাক্-বাহিনী! | এ যে গো কাহিনী,–|
কে জানিত কবে | বঙ্গ-বাহিনী |
তোমার দুঃখে | "জননী আমার!" | বলিয়া ফেলিবে | তপ্ত নীর!
রক্ত-ক্ষীর–
পরাধীনা! একই | ব্যথায় ব্যথিত | ঢালিল দু' ফোঁটা | ভক্ত-বীর।
শহীদের দেশ! | বিদায়!! বিদায়!! | এ অভাগা আজ | নোয়ায় শির!

লক্ষণীয় ৬ষ্ঠ স্তবকের প্রথম চরণের প্রথম পর্ব 'জুলফিকার আর' পড়তে হবে 'জুলফিকারার' রূপে; ৭ম স্তবকের পঞ্চম চরণের প্রথম পর্ব 'তোমারও দুঃখে' পড়তে হবে 'তোমারো দুঃখে' এবং ষষ্ঠ চরণের প্রথম পর্ব 'পরাধীনা একই' পড়তে হবে 'পরাধীনা এ্যাকি'।

তবে সমগ্র কবিতায় স্তবক বিন্যাস রীতির বৈশিষ্ট্যে, মাত্রাবৃত্ত ছন্দের অসাধারণ সুদক্ষ প্রয়োগে, ভাষা ব্যবহারের সুনিয়ন্ত্রিত ঝঙ্কারে–এই কবিতা বাংলা মাত্রাবৃত্ত ছন্দে অভিনব ছন্দোদ্যোতনা সৃষ্টি করেছে এবং নজরুল ইসলামের স্বাতন্ত্র্যকে পরিচিহ্নিত করেছে।

কবিতার শেষ স্তবকে, পরাধীনতার বেদনাসূত্রে ইরাকের সঙ্গে বাংলাদেশের সহমর্মিতায়, কবিকণ্ঠ বেদনার্ত। এই স্তবকে কবিতাটির মূল তাৎপর্য বিধৃত পরিণত এবং প্রকৃত অর্থে ধীরতা-প্রাপ্ত।

'খেয়াপারের তরণী'তে কবি ব্যবহার করছেন ৪ মাত্রার মাত্রাবৃত্ত। প্রতি দুইচরণে মিলের চারটি চরণের ৭টি স্ববক এবং ৮ম স্তবকে দুই চরণে উপসংহার–এই রূপে কবিতাটি সাজানো। ৬ষ্ঠ স্তবকে প্রথম চরণে মাত্রাবিন্যাস ও পঠনরীতি বিশেষভাবে লক্ষণীয়।

আবু বক | রুসমান | উমর আ | লী হায়দর

৬ষ্ঠ স্তবকের শেষ চরণে বাংলা কবিতার মধ্যে একটি সম্পূর্ণ আরবী বাক্য 'লা শরীক আল্লাহ্' ব্যবহার অভিনব এবং অত্যাশ্চর্য সফলতার দ্যোতক।

— । ।   — । ।   । ।   । ।   । ।   —
যাত্রীরা । রাত্তিরে । হ'তে এল । খেয়া পার, ৪ ।৪ ।৪ ।৪
— । ।   — । ।   — । ।   ।   । —
বজ্রেরি । তূর্যে এ । গর্জেছে । কে আবার? ৪ ।৪ ।৪ ।৪
। । । ।   — —   । । ।   ।   । । ।
প্রলয়েরি । আহবান । ধ্বনিল কে । বিষাণে? ৪ ।৪ ।৪ ।৩
— ।   ।   । ।   । ।   । । ।   ।   । । ।
ঝঞ্ঝা ও । ঘন দেয়া ।স্বনিল রে । ঈশানে! ৪ ।৪ ।৪ ।৩

। ।   —   — । ।   — ।   । ।   — ।
নাচে পাপ-। সিন্ধুতে । তুঙ্গ ত । রঙ্গ! ৪ ।৪ ।৪ ।৩
— —   । । । ।   — ।   ।   — ।
মৃত্যুর । মহানিশা । রুদ্র উ । লঙ্গ! ৪ ।৪ ।৪ ।৩

নিঃশেষে । নিশাচর । গ্রাসে মহা । বিশ্বে, ৪ ।৪ ।৪ ।৩
ত্রাসে কাঁপে । তরণীর ।পাপী যত । নিঃস্বে! ৪ ।৪ ।৪ ।৩

তমসাবৃ ।তা ঘোর । 'কিয়ামত' । রাত্রি, ৪ ।৪ ।৪ ।৩
খেয়া-পারে । আশা নাই; । ডুবিল রে । যাত্রী! ৪ ।৪ ।৪ ।৩
দমকি' দ । মকি' দেয়া । হাকে, কাঁপে । দামিনী, ৪ ।৪ ।৪ ।৩
শিঙ্গার । হুঙ্কারে ।থরথর । যামিনী! ৪ ।৪ ।৪ ।৩

লংঘি' এ । সিন্ধুরে । প্রলয়ের ।নৃত্যে ৪ ।৪ ।৪ ।৩
ওগো কার । তরী ধায় । নির্ভীক । চিত্তে— ৪ ।৪ ।৪ ।৩
অবহেলি' । জলধির । ভৈরব ।গর্জন ৪ ।৪ ।৪ ।৪
প্রলয়ের । ডঙ্কার ।ওঙ্কার । তর্জন! ৪ ।৪ ।৪ ।৪

পুণ্য-প । থের এ যে । যাত্রীরা । নিষ্পাপ, ৪ ।৪ ।৪ ।৪
ধর্মেরই । বর্মে সু । রক্ষিত । দিল্ সাফ্! ৪ ।৪ ।৪ ।৪

নহে এরা | শঙ্কিত |বজ্র-নি | পাতেও; ৪ |৪ |৪ |৩
কাণ্ডারী |আহ্‌মদ, | তরী ভরা | পাথেয়! ৪ |৪ |৪ |৩

আবু বক | র উস্‌মান | উমর আ | লী হায়দর ৪ |৪ |৪ |৪
দাড়ী যে এ | তরণীর, | নাই ওরে | নাই ডর! ৪ |৪ |৪ |৪
কাণ্ডারী | এ তরীর | পাকা মাঝি | মাল্লা, ৪ |৪ |৪ |৩
দাঁড়ী-মুখে | সারি গান |লা শরীক |আল্লাহ্‌! ৪ |৪ |৪ |৪

'শাফায়াত' |পাল-বাঁধা | তরণীর | মাস্তুল ৪ |৪ |৪ |৪
'জান্নাত' |হ'তে ফেলে | হুরী রাশ্‌ |রাশ্‌ ফুল। ৪ |৪ |৪ |৪
শিরে নত |স্নেহ-আঁখি |মঙ্গল |দাত্রী, ৪ |৪ |৪ |৩
গাও জোরে | সারি-গান |ওপারের |যাত্রী! ৪ |৪ |৪ |৩

বৃথা ত্রাসে | প্রলয়ের |সিন্ধু ও |দেয়া-ভার, ৪ |৪ |৪ |৪
ঐ হ'ল | পুণ্যের | যাত্রীরা | খেয়া পার। ৪ |৪ |৪ |৪

'কোরবানী' কবিতায় নজরুল বদ্ধাক্ষর ও ঝোঁক (Stress) প্রয়োগে অসামান্য দক্ষতার পরিচয় দিয়েছেন। কবিতার ভাবগাম্ভীর্যে মাত্রাবৃত্তের পঠনরীতিই সঙ্গত কিন্তু সেই ঝোঁকের প্রবলতা বদ্ধাক্ষরকে সঙ্কুচিত করে স্বরবৃত্তে পঠন যেন প্রয়োজনীয় হয়ে পড়ে।

। । — । — — — । । । — — — । —
ওরে | হত্যা নয় আজ | সত্য-গ্রহ | শক্তির উদ্বো |ধন!
— — । । — । । । । — । — । —
দুর্বল ভীরু | চুপ রহো, ও হো | খামখা ক্ষুব্ধ | মন
। । । । । । — । —
ধ্বনি ওঠে রণি | দূর বাণীর,—
। । — । — — । —
আজিকার এ খুন | কোরবানীর!
— । — — । —
দুম্বা শির | রুম বাসীর

।। – – ।। ।। – – । –। –

শহীদের শির। সেরা আজি রহ। মান কি রুদ্র । নন?

– – ।– । –

ব্যাস। চুপ খামোশ রো। দন

– – ।। – – । – । – । –। –

আজ। শোর ওঠে জোর। "খুন দে, জান দে, । শির দে, বৎস"। শোন্,।

।। –। – – –। –। – – –। –

ওরে । হত্যা নয় আজ । সত্য-গ্রহ। শক্তির উদ্বো। ধন!

প্রথম স্তবকটি মাত্রাবৃত্তে গণনা করলে মাত্রা সজ্জা নিম্নরূপ হয়:

২।৭।৫।৭।২
৬।৬।৬।২
৬।৫
৭।৫
৫।৫।
৬।৬।৬।২
২।৬।২
২।৬।৬।৬।২
২।৭।৫।৭।২

স্তবকটি স্বরবৃত্তে গণনা করলে মাত্রাসজ্জা হয়:

২।৪।৪।৪।১
৪।৫।৪।১
৬।৩
৫।৩
৩।৩
৪।৫।৪।১
১।৪।১
১।৪।৪।৪।১
২।৪।৪।৪।১

কবিতাটির প্রত্যেক স্তবকের প্রথম ও শেষ চরণে একই বাক্যের ব্যবহার কোরবানীর তাৎপর্য সম্পর্কে কবির ব্যাখ্যা তথা প্রত্যয়ের দ্যোতক।

প্রথম স্তবকের দ্বিতীয় চরণে সমান মাপের চরণ পরবর্তী স্তবকগুলোতে নেই। ফলে প্রথম স্তবক ৯ চরণের আর পরের ৭টি স্তবক ৮ চরণের। ৯ম স্তবকে আবার ৯টি চরণ; এখানেও ঐ সমান মাপের দ্বিতীয় চরণ নেই বটে তবে ৭ম, ৮ম ও ৯ম চরণ সমান মাপের।

কবিতাটির মিল বিন্যাসও বৈশিষ্ট্যপূর্ণ। প্রথম স্তবকে চরণ সংখ্যা ১,২,৬,৭, ৮,৯; দ্বিতীয় থেকে অষ্টম স্তবকে চরণ সংখ্যা ১, ৫, ৬, ৭, ৮ এবং নবম স্তবকে চরণ সংখ্যা ১,৫,৬,৭,৮,৯,-এ আছে ক মিল। সেই সঙ্গে প্রথম স্তবকে ৩, ৪, ৫ চরণে আছে খ মিল, ৫ম চরণে আছে খ মিলেরই অন্তর্মিল। দ্বিতীয় স্তবকের ২, ৩, ৪ চরণে আছে গ মিল, ৪র্থ চরণে গ মিলের অন্তর্মিল। তৃতীয় স্তবকের ২, ৩, ৪ চরণে আছে ঘ মিল; যথারীতি ৪র্থ চরণে ঘ মিলের অন্তর্মিল আছে। চতুর্থ স্তবকে ২, ৩, ৪ চরণে আছে চ মিল এবং ৪র্থ চরণে আছে চ মিলের অন্তর্মিল। পঞ্চম স্তবকে ২, ৩, ৪ চরণে আছে ছ মিল এবং ৪র্থ চরণে আছে ছ মিলের অন্তর্মিল। ষষ্ঠ স্তবকে ২, ৩, ৪ চরণে আছে জ মিল এবং ৪র্থ চরণে আছে জ মিলের অন্তর্মিল। সপ্তম স্তবকে ২, ৩, ৪ চরণে আছে ঝ মিল এবং ৪র্থ চরণে আছে ঝ মিলের অন্তর্মিল। অষ্টম স্তবকে ২, ৩, ৪ চরণে আছে ট মিল; ৪র্থ চরণে ট মিলের অন্তর্মিল। নবম স্তবক ২, ৩, ৪ চরণে আছে ড মিল ৪র্থ চরণে আছে ড মিলের অন্তর্মিল।

'মোহর্‌রম' কবিতায় ব্যবহৃত হয়েছে ৪ মাত্রার মাত্রাবৃত্ত। এ কবিতার প্রথম চরণের প্রথমশব্দ 'নীল' ছাড়া প্রথম দুই চরণের প্রায় সব শব্দই আরবী ফারসী উর্দু এবং ক্রিয়াপদও উর্দু। অথচ ধ্বনি দ্যোতনা ও নাটকীয়তার গুণে বাংলা কবিতায় এই অবাংলা বাক্য অননুকরণীয় ভঙ্গিতে গৃহীত হয়েছে।

দ্বিতীয় চরণে 'আম্মা!' শব্দ তিন মাত্রা হলেও এ শব্দ উচ্চারণের সঙ্গে যে তীব্র আবেগ যুক্ত তার প্রয়োজনীয় প্রলম্বন একমাত্রার ফাক ভরাট করে দিচ্ছে। একই ভাবে ৭ম চরণের ২য় পর্বে 'হোসেনা',-র এক মাত্রা আবেগের দ্বারা পুরণ হয়ে যাচ্ছে। অন্যদিকে ৪র্থ চরণে ৩য় পর্বে 'সীমারেরও' পড়তে হবে 'সীমারেরো'।

কবিতাটির প্রথম আট চরণের মাত্রাগণনা নিম্নরূপঃ

— ।।   — —   ।। —   ।।।
নীল সিয়া | আস্‌মান, | লালে লাল | দুনিয়া,–   ৪ ।৪ ।৪ ।৩
— ।   — ।।   — ।।   ।।।
"আম্মা! | লা'ল তেরি | খুন কিয়া | খুনিয়া।"   ৩ ।৪ ।৪ ।৩

— । — —।। — ।। ।।।

কাঁদে কোন্ |ক্রন্দসী | কারবালা | ফোরাতে, ৪ |৪ |৪ |৩

। ।।। ।। ।। ।। —। ।।।

সে কাঁদনে | আঁসু আনে | সীমারেরও |ছোরাতে! ৪ |৪ |৪ |৩

— । ।। — ।। ।।। । — ।

রুদ্র মা | তম্ ওঠে | দুনিয়া দা | মেশ্‌কে- ৪ |৪ |৪ |৩

— ।। ।।। । ।।। — ।

"জয়নালে | পরালো এ | খুনিয়ারা | বেশ কে?" ৪ |৪ |৪ |৩

— — ।।। ।। — — —

'হায় হায় | হোসেনা', |ওঠে রোল |ঝঞ্ঝায়, ৪ |৩ |৪ |৪

— — ।। ।। ।।।। — —

তল্‌ওয়ার | কেঁপে ওঠে |এজিদেরো | পঞ্জায়। ৪ |৪ |৪ |৪

কবিতাটির ২৮ চরণে প্রকৃত বীরত্ব সম্পর্কে কবির বিশ্বাস ধ্বনিত হয়েছে:

হাকে বীর, "শিরদেগা, নেহি দেগা আমামা!"

কবিতার শেষাংশে—৬৫ থেকে ৮৪ চরণ পর্যন্ত—কবি সমকালীন পৃথিবীতে মুসলমানদের বিপর্যয়ে হুশিয়ারী উচ্চারণ করছেন এবং মুসলমানদের মোহররমের প্রকৃত তাৎপর্যে, 'মার্সিয়া' নয় 'ত্যাগে', জেগে ওঠার আহবান জানাচ্ছেন। মহররম রোদনের নয়, অনুপ্রেরণার—এই হচ্ছে কবির সারকথা:

ফিরে এলো | আজ সেই | মোহর্‌রম |মাহিনা,-
ত্যাগ চাই, | মর্সিয়া |ক্রন্দন চাহি না।
উষ্ণীষ | কোরানের,| হাতে তেগ | আরবীর,
দুনিয়াতে | নত নয় | মস্‌লিম | কারো |শির.-
তবে শোন | ঐ শোন | বাজে কোথা | দামামা,
শমশের | হাতে নাও, | বাঁধো শিরে | আমামা!
বেজেছে না |কাড়া, হাঁকে | নকীবের | তূর্য,
হুঁশিয়ার | ইস্‌লাম, | ডুবে তব | সূর্য!
জাগো, ওঠো | মুস্‌লিম, | হাঁকো হায় | দরী হাঁক,
শহীদের | দিনে সব | লালে-লাল |হ'য়ে যাক্!

নওশার |সাজ নাও |খুন-খচা | আস্তীন,
ময়দানে | লুটাতে রে |লাশ এই |খাস্ দিন!
হাসানের | মত পিব | পিয়ালা সে | জহরের,
হোসেনের | মত নিব | বুকে ছুরি |কহরের;
আস্‌গর | সম দিব |বাচ্চারে |কোরবান,
জালিমের | দাদ নেবো, | দেব আজ |গোর জান্!
সকীনার | শ্বেত বাস | দেবো মাতা |কন্যায়,
কাসিমের | মত দেবো |জান্ রুধি' |অন্যায়।
মোহর্‌রম! | কারবালা! | কাঁদো "হায় | হোসেনা!"
দেখো মরু | সূর্য এ | খুন যেন | শোষে না!

অগ্নিবীণা কাব্যগ্রন্থ কবি উৎসর্গ করছেন বারীন্দ্রকুমার ঘোষকে। উৎসর্গপত্রের কবিতাটি স্বরবৃত্ত ছন্দে লেখা, পূর্ণপর্বে মাত্রাসংখ্যা ৪। গানের আঙ্গিকে রচিত এই কবিতায় ২ চরণের আস্থায়ী, ৫ চরণের প্রথম অন্তরা, ২ চরণের আভোগ এবং ৫ চরণের দ্বিতীয় অন্তরা আছে। কবিতাটির মাত্রাবিন্যাস নিম্নরূপ:

— | | | — | | | | — | | | |
অগ্নি-ঋষি! | অগ্নি-বীণা | তোমায় শুধু | সাজে; ৪ |৪ |৪ |২
— | | — — | | — | — | — | |
তাই ত তোমার | বহ্নি-রাগেও | বেদন-বেহাগ | বাজে। ৪ |৪ |৪ |২
|— | — |— | |
দহন -বনের | গহন-চারী—| ৪ |৪
— | | — — | | |
হায় ঋষি কোন্ | বংশীধারী | ৪ |৪
— | | — | — | | |
নিঙ্‌ড়ে আগুন | আন্‌লে বারি | ৪ |৪
— | |— | |
অগ্নি-মরুর | মাঝে। ৪ |২
— | | | — | | | — | | | | |
সর্বনাশা | কোন্ বাঁশী সে | বুঝতে পারি | না যে।। ৪ |৪ |৪ |২

– | | | – | | – – | | – | |
দুর্বাসা হে! | রুদ্র তড়িৎ | হানছিলে বৈ | শাখে, ৪ |৪ |৪ |২
| – | – – | | | | – – – | |
হঠাৎ সে কার | শুন্‌লে বেণু | কদম্বের ঐ | শাখে। ৪ |৪ |৪ |২
– | | – – | | |
বক্ষে তোমার | বাজ্‌ল বাঁশী, | ৪ |৪
– | | | – | | |
বহ্নি হ'ল | কান্না-হাসি, | ৪ |৪
| – | – – | | |
সুরের ব্যথায় | প্রাণ উদাসী–| ৪ |৪
– | | | | |
মন সরে না | কাজে। ৪২
| – | – | | – | | – – | | | | |
তোমার | নয়ন-ঝুরা | অগ্নি-সুরেও | রক্তশিখা | রাজে।। ২ |৪ |৪ |৪ |২

'রণ-ভেরী' কবিতাটির রচনার প্রেরণা বর্ণনায় কবিতার শুরুতে কবি লিখেছেন: ["গ্রীসের বিরুদ্ধে আঙ্গোরা-তুর্ক-গভর্ণমেন্ট যে যুদ্ধ চালাইতেছিলেন, সেই যুদ্ধে কামাল পাশার সাহায্যের জন্য ভারতবর্ষ হইতে দশ হাজার স্বেচ্ছা সৈনিক প্রেরণের প্রস্তাব শুনিয়া লিখিত।]"

কবিতাটি ৬ মাত্রার মাত্রাবৃত্ত ছন্দে লেখা। প্রথম স্তবকের মাত্রাবিন্যাস নিম্নরূপ:

ওরে | আয়! ২ । ২
ঐ | মহাসিন্ধুর | পার হ'তে ঘন | রণ-ভেরী শোনা | যায় ২ । ৬ । ৬ । ৬ । ২
ওরে | আয়! ২ । ২
ঐ | ইসলাম ডুবে | যায়! ২ |৪ । ২
যত | শয়তান | ২ |৬ । ২
সারা | ময়দান | ২ |৪
জুড়ি | খুন তার পিয়ে | হুঙ্কার দিয়ে | জয়-গান শোন্‌ | গায়! ২ |৬ । ৬ । ৬ |২
আজ | শখ করে'। | ২ |৪
জুতি | টক্করে | ২ |৪

তোড়ে | শহীদের খুলি | দুষ্মন পায় | পায় ২ ।৬ ।৬ ।২
ওরে | আয়! ২ । ২
তোর | জান্ যায় যাক, | পৌরুষ তোর | মান যেন নাহি | যায়! ২ । ৬ । ৬ । ৬ । ২
ধরে | ঝঞ্ঝার ঝুঁটি | দাপটিয়া শুধু | মুসলিম-পঞ্জায়! ২ । ৬ । ৬ । ৬ । ২
তোর | মান যায় প্রাণ | যায়– ২ । ৬ । ২
তবে | বাজাও বিষাণ, | ওড়াও নিশান! | বৃথা ভীরু সম্ |ঝায়! ২ । ৬ । ৬ । ৬ । ২
রুশ দুর্মদ রণ | চায়! ২ । ৬ । ২
ওরে আয়! ২ । ২
ঐ | মহাসিন্ধুর | পার হতে ঘন | রণ-ভেরী শোনা | যায়! ২ । ৬ । ৬ । ৬ । ২
ওরে | আয়! ২ । ২

এই কবিতায় শব্দধ্বনি রচনার যে কৌশল কবি অবলম্বন করেছেন তার উৎকর্ষ ঘটেছে 'আগমনী' কবিতায়। মাত্রাবৃত্ত ছন্দের কবিতার প্রথমাংশে ধ্বনিপুঞ্জ ভারতচন্দ্রের সঙ্গে তুলনীয়।

একি | রণ-বাজা বাজে | ঘন ঘন-
ঝন | রণরণ রণ | ঝনঝন!
সেকি | দমকি' দমকি' |
ধমকি' ধমকি' |
দামা-দ্রিমি-দ্রিমি | গমকি' গমকি' |
ওঠে চোটে চোটে, |
ছোটে লোটে ফোটে! |
বহ্নি-ফিণিকি | চমকি' চমকি' |
ঢাল-তলোয়ারে | খনখন!
একি | রণ-বাজা বাজে | ঘন ঘন
রণ | ঝনঝন ঝন | রণরণ!

হৈ | হৈ রব
ঐ | ভৈরব
হাঁকে, লাখে লাখে |

ঝাঁকে ঝাঁকে ঝাঁকে।
লাল। গৈরিক-গায় সৈনিক ধায়। তালে তালে
ওই পালে পালে,।
ধরা। কাঁপে দাপে।
জাঁকে। মহাকাল কাঁপে। থর থর!
রণে। কড়কড় কাড়া-। খাঁড়া -ঘাত,
শির। পিষে হাঁকে রথ।-ঘর্ঘর-ধ্বনি। ঘরঘর।
গুরু। গরগর বোলে।ভেরী তূরী,
"হর। হর হর"
করি' চীৎকার ছোটে। সুরাসুর-সেনা। হন হন!
ওঠে। ঝঞ্ঝা ঝাপটি'। দাপটি' সাপটি'
হু-হু- হু-হু হু-হু। শন-শন!
ছোটে। সুরাসুর -সেনা। হন-হন!

তাতা। থৈ থৈ তাতা। থৈ থৈ খল-।খল -খল,
নাচে। রণ-রঙ্গিণী। সঙ্গিনী সাথে,।
ধ্বকধ্বক জ্বলে। জ্বল জ্বল!
বুকে। মুখে-চোখে রোষ। হুতাশন!
রোস্। কথা শোন্।

ঐ। ডম্বরু-ঢোলে। ডিমিডিমি বোলে,।
ব্যোম মরুৎ স। অম্বর দোলে,
যম-বরুণ কি। কল-কল্লোলে। চলে উতরোলে
ধ্বংসে মাতিয়া,। তাথিয়া তাথিয়া।
নাচিয়া রঙ্গে!। চরণ-ভঙ্গে।
সৃষ্টি সে টলে। টলমল।

তবে কেবল ধ্বনিপুঞ্জ সৃষ্টি কবির লক্ষ্য নয়। কবির বক্তব্য: দানবশক্তি শাশ্বত নয়, তাই মানুষের জয় অবশ্যম্ভাবী।

রণ-রঙ্গিণী | জগৎমাতার | দেখ্ মহারণ,	৬ । ৬ । ৬
দশ দিকে তাঁর | দশ হাতে বাজে | দশ প্রহরণ!	৬ । ৬ । ৬
পদতলে লুটে | মহিষাসুর,	৬ । ৫
মহামাতা ঐ | সিংহ-বাহিনী | জানায় আজিকে | বিশ্ববাসীকে– |	৬ । ৬ । ৬ । ৬
শাশ্বত নহে | দানব শক্তি, | পায়ে পিষে | যায় শির পশুর!	৬ । ৬ । ৬ । ৫
'নাই দানব	৫
নাই অসুর-	৫
চাই নে সুর,	৫
চাই মানব!'-	৫
বরাভয়-বাণী | ঐ রে কা'র	৬ । ৫
শুনি, নহে হৈ | রৈ এবার	৬ । ৫

'আনোয়ার' নাট্যকবিতা ৪ মাত্রার মাত্রবৃত্ত ছন্দে লেখা। কবিতার প্রথম স্তবকের মাত্রাবিন্যাস নিম্নরূপ:

আনোয়ার! | আনোয়ার! |	৪ ।৪
দিলওয়ার | তুমি, জোর | তলওয়ার | হানো, আর |	৪ ।৪ ।৪ ।৪
নেস্ত্-ও-না | বুদ কর, | মারো যত | জানোয়ার! |	৪ ।৪ ।৪ ।৪
আনোয়ার! | আফসোস! |	৪ ।৪
বখ্তেরই | সাফ দোষ |	৪ ।৪
রক্তেরও | নাই ভাই | আর সে যে | তাপ জোশ, |	৪ ।৪ ।৪ ।৪
ভেঙে গেছে | শমশের–| পড়ে আছে | খাপ কোষ! |	৪ ।৪ ।৪ ।৪
আনোয়ার! | আফসোস! |	৪ ।৪

লক্ষনীয় ৮ চরণের এই স্তবকে কোন অপূর্ণ পর্ব নেই। মিলের পুনরাবর্তনের মধ্য দিয়ে কবি এই কবিতায়ও গতিশীলতা ও নাটকীয়তা সঞ্চার করতে চেয়েছেন।

'কামাল পাশা' নাট্যকবিতায় নাটকীয়তা অধিক। বিজয়ী সৈন্যদের আনন্দ এই কবিতায় ব্যবহৃত ৪ মাত্রার স্বরবৃত্ত ছন্দে চমৎকার ফুটে উঠেছেঃ

– ||| – | |– |– ||– |– –

ঐ ক্ষেপেছে | পাগলী মায়ের | দামাল ছেলে | কামাল ভাই,

|– || – ||| – | |– |– –

অসুর পুরে | শোর উঠেছে | জোর সে সামাল | সামাল তাই।

|– | | |– || –

কামাল! তু নে | কামাল কিয়া | ভাই!

| | |– | | |– || –

হো হো | কামাল! তু নে | কামাল কিয়া | ভাই!

কবিতায় স্বাধীনতার কামনাই মুখ্য কথা। সমস্ত আনন্দ উল্লাস স্বাধীনতাকে ঘিরে।

– | – – | –

১। এই তো চাই! এই তো চাই!

– | |– |– || – | – – |· –

থাকলে স্বাধীন | সবাই আছি, | নেই তো নাই | নেই তো নাই!

– | –

এই তো চাই!!

– |– | – |– || |–|| | –

২। আজ |স্বাধীন এ দেশ! | আজাদ মোরা |বেহেশত্‌ | না চাই

– |– | | | –

আর | বেহেশত্‌ ও | না চাই!

রবীন্দ্রনাথ ও রবীন্দ্রানুসারীদের মাত্রাবৃত্ত রচনায় প্রতি চরণের শেষেই শ্বাস যতি নির্ধারিত। কাজী নজরুল ইসলাম এই নির্ধারিত রীতি অনুসরণ করে প্রচুর কবিতা লিখলেও তাঁর প্রধান কৃতিত্ব মাত্রাবৃত্তে প্রবহমানতা সঞ্চার। 'বিদ্রোহী' কবিতা এর উৎকৃষ্ট দৃষ্টান্ত। ৬ মাত্রার চালে রচিত কবিতাটিতে অসম চরণ ব্যবহারে প্রচুর স্বাধীনতা গ্রহণের ফলে এবং প্রায় প্রতি চরণেই অতিপর্ব প্রয়োগের জন্য অভিনব গতি এসেছে। বিশেষতঃ পূর্ব চরণের অপূর্ণ পর্বের পর পরবর্তী চরণের অতিপর্ব দু'টি চরণের মধ্যবর্তীকালীন ফাঁক ভরাট করেছে এবং চরণ থেকে চরণে কবিতার গতিকে প্রবাহিত করে দিয়েছে।

| | | | – –   – –

আমি | অনিয়ম উচ্ | ছৃংখল

| | | | – | | – – | | |– |–   – –

আমি | দলে যাই যত | বন্ধন যত | নিয়ম কানুন | শৃংখল

| | | | | | | | |–

| | | | | | | | |–

আমি-| মানি নাকো কোন | আইন

| | | | | | | | | | | | | | – | | | | '– | | – | –

আমি | ভরাতরি করি | ভরাডুবি, আমি | টর্পেডো, আমি | ভীম ভাসমান | মাইন

স্পষ্টতঃই দেখা যাচ্ছে, উদ্ধৃতাংশে প্রথম চরণের অপূর্ণ পর্বের ৪মাত্রা ও দ্বিতীয় চরণের অতিপর্বের দু'মাত্রা একত্রে একটি পূর্ণ পর্বের সমান ওজনের, দ্বিতীয় তৃতীয় চরণেও একইভাবে প্রবাহ অক্ষুণ্ন, তৃতীয় চরণের অপূর্ণ পর্বে এক মাত্রা বিরতি শ্বাসযতির সুযোগ দিচ্ছে, চতুর্থ চরণেও তাই।

৬ মাত্রার পূর্ণ পর্বের মাত্রাবৃত্তে রচিত 'বিদ্রোহী' কবিতার অতিপর্ব পূর্ণ পর্ব ও অপূর্ণ পর্ব বিভাজন নিম্নরূপ:

বল | বীর-

বল | উন্নত মন | শির!

শির | নেহারি' | আমারি নতশির ওই | শিখর হিমা | দ্রির!

বল | বীর-

বল | মহাবিশ্বের | মহাকাশ ফাড়ি |

চন্দ্র সূর্য | গ্রহ তারা ছাড়ি |

ভূলোক দ্যুলোক | গোলোক ভেদিয়া |

খোদার আসন | আরশ' ছেদিয়া |

উঠিয়াছি চির |-বিস্ময় আমি | বিশ্ব-বিধা | তৃর!

মম | ললাটে রুদ্র | ভগবান জ্বলে | রাজ-রাজটীকা | দীপ্ত জয়শ্রী | র!

বল | বীর—

আমি | চির উন্নত | শির!

আমি | চিরদুর্দম, | দুর্বিনীত, নৃশংস, |
মহা- | প্রলয়ের আমি |নটরাজ, আমি | সাইক্লোন, আমি | ধ্বংস।
আমি | মহাভয়, আমি | অভিশাপ পৃ | থ্বীর
আমি | দুর্বার,
আমি | ভেঙে করি সব | চুরমার!
আমি | অনিয়ম উচ্ | ছৃঙ্খল,
আমি | দলে যাই যত | বন্ধন, যত | নিয়ম কানুন | শৃঙ্খল!
আমি | মানি না কো কোন আইন,
আমি | ভরা-তরী করি | ভরা -ডুবি, আমি |টর্পেডো, আমি | ভীম ভাসমান |মাইন
আমি | ধূর্জটি, | আমি এলোকেশে ঝড় | অকাল-বৈশা | খীর!
আমি | বিদ্রোহী, |আমি বিদ্রোহী-সুত | বিশ্ব-বিধা | তৃর!
বল | বীর-
চির | উন্নত মম | শির!

আমি | ঝঞ্ঝা, আমি | ঘূর্ণি,
আমি | পথ-সম্মুখে | যাহা পাই যাই | চূর্ণি।
আমি | নৃত্য-পাগল | ছন্দ,
আমি | আপনার তালে | নেচে যাই, আমি | মুক্ত জীবনা | নন্দ।
আমি | হাম্বীর, | আমি ছায়ানট, | আমি হিন্দোল,
আমি | চল-চঞ্চল, | ঠমকি' ছমকি' |
পথে যেতে যেতে | চকিতে চমকি |
ফিং দিয়া দিই | তিন দোল
আমি | চপলা-চপল | হিন্দোল।
আমি | তাই করি ভাই | যখন চাহে এ | মন যা,
করি | শত্রুর সাথে | গলাগলি, ধরি | মৃত্যুর সাথে |পাঞ্জা,
আমি | উন্মাদ, আমি | ঝঞ্ঝা!
আমি | মহামারী, আমি | ভীতি এ ধরি | ত্রীরঃ
আমি | শাসন-ত্রাসন, | সংহার, আমি | উষ্ণ চির অ | ধীর।

বল | বীর-
আমি | চির উন্নত | শির।
আমি | চির-দুরন্ত | দুর্মদ,
আমি | দুর্দম, মম | প্রাণের পেয়ালা |হর্দম হ্যায় | হর্দম ভর | পুর মদ।
আমি | হোম-শিখা, | আমি সাগ্নিক | জমদগ্নি
আমি | যজ্ঞ, আমি | পুরোহিত, |আমি অগ্নি। ২।৫।৬।২
আমি | সৃষ্টি, | আমি | ধ্বংস, |আমি লোকালয়, |আমি শ্মশান, ২।৫।৫।৬।৩
আমি | অবসান, নিশাব | সান।
আমি | ইন্দ্রাণী-সুত | হাতে চাঁদ ভালো | সূর্য,
মম | এক হাতে বাঁকা | বাঁশের বাঁশরী |আর হাতে রণ |তূর্যঃ
আমি | কৃষ্ণ-কণ্ঠ, | মন্থন-বিষ | পিয়া ব্যথা-বারি | ধির।
আমি |ব্যোমকেশ, ধরি | বন্ধন -হারা |ধারা গঙ্গো | ত্রীর।
বল | বীর-
চির | উন্নত মম | শির।

আমি | সন্ন্যাসী, সুর-| সৈনিক,
আমি | যুবরাজ মম | রাজবেশ ম্লান | গৈরিক।
আমি | বেদুঈন, আমি | চেঙ্গিস,
আমি | আপনারে ছাড়া | করি না কাহারে কুর্ণিশ।
আমি | বজ্র, | আমি | ঈশান বিষাণে | ওঙ্কার, ২।৫।৬।৪
আমি | ইস্রাফিলের | শিঙ্গার মহা | হুঙ্কার
আমি | পিনাক-পাণির | ডমরু ত্রিশূল, | ধর্মরাজের | দণ্ড
আমি | চক্র ও মহা | শঙ্খ, | আমি | প্রণব-নাদ প্র | চণ্ড! ২।৬।৫।৬।৩
আমি | ক্ষ্যাপা দুর্বাসা, | বিশ্বামিত্র | শিষ্য,
আমি | দাবানল-দাহ, | দাহন করিব | বিশ্ব।
আমি | প্রাণ-খোলা হাসি |-উল্লাস, - আমি | সৃষ্টি-বৈরী |মহাত্রাস,
আমি | মহা-প্রলয়ের | দ্বাদশ রবির | রাহু-গ্রাস!

আমি । কভু প্রশান্ত ।– কভু অশান্ত । দারুণ সেচ্ছা । চারী
আমি । অরুণ খুনের । তরুণ, । আমি । বিধির দর্প ।হারী!
আমি । প্রভঞ্জনের । উচ্ছ্বাস, আমি । বারিধির মহা । কল্লোল,
আমি । উজ্জ্বল, আমি । প্রোজ্জ্বল,
আমি । উচ্ছল জল । ছল-ছল, চল ।-উর্মির হি । ন্দোল দোল!-
আমি । বন্ধন-হারা । কুমারীর বেণী, । তন্বী-য়নে । বহ্নি,
আমি·। ষোড়শীর হৃদি । সরসিজ প্রেম । উদ্দাম, আমি । ধন্যি!
আমি । উন্মন মন । উদাসীর,
আমি । বিধবার বুকে । ক্রন্দন-শ্বাস, । হা-হুতাশ আমি । হুতাশীর।
আমি । বঞ্চিত ব্যথা । পথবাসী চির । গৃহহারা যত । পথিকের,
আমি । অবমানিতের । মরম-বেদনা, । বিষ-জালা, প্রিয়-। লাঞ্ছিত বুকে । গতি ফের!
আমি । অভিমানী চির ।-ক্ষুব্ধ হিয়ার । কাতরতা, ব্যাথা । সুনিবিড়,
চিত- । চুম্বন-চোর । কম্পন আমি । থর-থর-থর । প্রথম পরশ । কুমারীর!
আমি । গোপন । প্রিয়ার চকিত চাহনি, । ছল ক'রে দেখা । অনুখন,
আমি । চপল মেয়ের । ভালোবাসা, তার । কাঁকন -চুড়ির । কন-কন্।
আমি । চির-শিশু, চির ।-কিশোর
আমি । যৌবন-ভীতু । পল্লীবালার । আঁচর কাঁচলি । নিচোর!
আমি । উত্তর-বায়ু । মলয় অনিল । উদাস পূরবী । হাওয়া,
আমি । পথিক-কবির । গভীর রাগিণী, ।বেণু-বাণে গান । গাওয়া।
আমি । আকুল নিদাঘ । তিয়াসা, আমি । রৌদ্র-রুদ্র । রবি, ২।৬।৫।৬।২
আমি । মরু-নির্ঝর । ঝর-ঝর আমি । শ্যামলিমা ছায়া । ছবি!
আমি । তুরীয়ানন্দে । ছুটে চলি, একি । উম্মাদ, আমি । উন্মাদ
আমি । সহসা আমারে । চিনেছি, আমার । খুলিয়া গিয়াছে । সব বাঁধ!
আমি । উত্থান, আমি। পতন, আমি । অচেতন ।চিতে চেতন, ২।৬। (৩ + ২।) ৬।৩
আমি । বিশ্ব-তোরণে । বৈজয়ন্তী, । মানব-বিজয় । কেতন।
ছুটি । ঝড়ের মতন । করতালি দিয়া ।
স্বর্গ মত্য । করতলে,
তাজি । বোররাক্ আর । উচৈচঃশ্রবা ।বাহন আমার ।

হিম্মত -হ্রেষা । হেঁকে চলে!
আমি । বসুধা-বক্ষে । আগ্নেয়াদ্রি, । বাড়ব-বহ্নি, । কালানল,
আমি । পাতালে মাতাল । অগ্নি-পাথার । কলরোল কল । কোলাহল!
আমি । তড়িতে চড়িয়া । উড়ে চলি জোর । তুড়ি দিয়া । দিয়া লম্ফ
আমি । ত্রাস সঞ্চারি । ভুবনে সহসা । সঞ্চারি' ভূমি । কম্প।

ধরি । বাসুকির ফণা । জাপটি'-
ধরি । স্বর্গীয় দূত । জিব্রাইলের । আগুনের পাখা । সাপটি।
আমি । দেব-শিশু, আমি । চঞ্চল,
আমি । ধৃষ্ট,
আমি । দাঁত দিয়া ছিঁড়ি । বিশ্বমায়ের । অঞ্চল! ২ । ৩ + ২ । ৬ । ৬ । ৩

আমি । আর্ফিয়াসের । বাঁশরী,
মহা । সিন্ধু উতলা । ঘুম ঘুম্
ঘুম্ । চুমু দিয়ে করে । নিখিল বিশ্বে । নিঝ্ঝুম
মম । বাঁশরীর তানে । পাশরি।
আমি । শ্যামের হাতের । বাঁশরী
আমি । রুষে উঠি যবে । ছুটি মহাকাশ । ছাপিয়া,
ভয়ে । সপ্ত নরক । হাবিয়া দোজখ । নিভে নিভে যায় । কাঁপিয়া!
আমি । বিদ্রোহী বাহী । নিখিল অখিল । ব্যাপিয়া!

আমি । শ্রাবণ-প্লাবন । বন্যা,
কভু । ধরণীরে করি । বরণীয়া, কভু । বিপুল ধ্বংস ।-ধন্যা-
আমি । ছিনিয়া আনিব । বিষ্ণু -বক্ষ । হইতে যুগল । কন্যা!
আমি । অন্যায় আমি । উল্কা, আমি । শনি, ২ । ৬ । ৩ + ২ । ২
আমি । ধূমকেতু-জ্বালা, । বিষধর কাল । ফণী!
আমি । ছিন্নমস্তা চণ্ডী, আমি । রণদা সর্ব । নাশী, ২ । ৬ । (২ + ৩) । ২
আমি । জাহান্নামের । আগুনে বসিয়া । হাসি পুষ্পের । হাসি!
আমি । মৃন্ময়, আমি । চিন্ময়,

আমি | অজর অমর | অক্ষয়, আমি | অব্যয়।
আমি | মানব দানব | দেবতার ভয়, |
বিশ্বের আমি | চির-দুর্জয়, |
জগদীশ্বর | ঈশ্বর আমি | পুরুষোত্তম |সত্য,
আমি | তাথিয়া তাথিয়া | মথিয়া ফিরি এ | স্বর্গ পাতাল |মর্ত্য!
আমি | উন্মাদ, আমি | উন্মাদ!!
আমি | চিনেছি আমারে, | আজিকে আমার |খুলিয়া গিয়োছে | সব বাঁধ!!
আমি | পরশুরামের | কঠোর কুঠার, |
নিঃক্ষত্রিয় | করিব বিশ্ব, | আনিব শান্তি | শান্ত উদার! |
আমি | হল বলরাম |-স্কন্ধে,
আমি |উপাড়ি' ফেলিব | অধীন বিশ্ব |অবহেলে নব |সৃষ্টির মহা | নন্দে।
মহা | বিদ্রোহী রণ |-ক্লান্ত
আমি | সেই দিন হব | শান্ত,
যবে | উৎপীড়িতের | ক্রন্দন রোল | আকাশের বাতাসে | ধ্বনিবে না,
অত্যাচারীর | খড়্গ কৃপাণ | ভীম রণ-ভূমে | রণিবে না-
বিদ্রোহী রণ |-ক্লান্ত
আমি | সেই দিন হব | শান্ত।

আমি | বিদ্রোহী ভৃগু, | ভগবান-বুকে | এঁকে দিই পদ |-চিহ্নঃ
আমি | স্রষ্টা-সূদন, | শোক-তাপ-হানা | খেয়ালী বিধির | বক্ষ করিব | ভিন্ন!
আমি | বিদ্রোহী ভৃগু, | ভগবান-বুকে | এঁকে দেবো পদ |-চিহ্ন!
আমি | খেয়ালী বিধির | বক্ষ করিব | ভিন্ন!

আমি | চির-বিদ্রোহী | বীর-
বিশ্ব ছাড়ায়ে | উঠিয়াছি একা |চির-উন্নত | শির!

প্রলয়োল্লাস ৪ মাত্রার স্বরবৃত্ত ছন্দে লেখা। প্রথম ও অষ্টম স্তবকে ৫টি চরণ, দ্বিতীয় থেকে সপ্তম প্রতিটি স্তবকে চরণ সংখ্যা নয়। নীচে প্রথম দ্বিতীয় এবং সপ্তম অষ্টম স্তবকে পর্ববিভাগ ও মাত্রাবিন্যাস দেয়া হল।

তোরা সব | জয়ধ্বনি | কর্! ৩ | ৪ | ১
তোরা সব | জয়ধ্বনি | কর্!! ৩ | ৪ | ১
ঐ নূতনের | কেতন ওড়ে | কাল্-বোশেখীর | ঝড়। ৪ | ৪ | ৪ | ১
তোরা সব | জয়ধ্বনি | কর্!! ৩ | ৪ | ১
তোরা সব | জয়ধ্বনি | কর্!! ৩ | ৪ | ১
আসছে এবার | অনাগত | প্রলয়-নেশার | নৃত্য -পাগল ৪ | ৪ | ৪ | ৪
সিন্ধুপারের | সিংহ্ -দ্বারে |ধমক হেনে ভাঙ্‌ল |আগল! ৪ | ৪ | ৪ | ৪
মৃত্যু-গহন | অন্ধকূপে | ৪ | ৪
মহাকালের | চণ্ড-রূপে- | ৪ | ৪
ধুম্র-ধূপে ৪
বজ্র-শিখার | মশাল জ্বেলে |আসছে ভয় | ঙ্কর! ৪ | ৪ | ৪ | ১
ওরে ঐ | হাসছে ভয় | ঙ্কর! ৪ | ৪ | ১
তোরা সব | জয়ধ্বনি | কর্!! ৩ | ৪ | ১
তোরা সব | জয়ধ্বনি | কর্!! ৩ | ৪ | ১
ধ্বংস দেখে | ভয় কেন তোর? |-প্রলয় নূতন |সৃজন-বেদন |
আসছে নবীন |-জীবন-হারা |অসুন্দরে |করতে ছেদন! |
তাই সে এমন |কেশে -বেশে |
প্রলয় ব'য়েও | আসছে হেসে'- |
ভেঙে আবার | গঁড়তে জানে | সে চির-সুন্ | দর!
তোরা সব | জয়ধ্বনি | কর্।
তোরা সব | জয়ধ্বনি | কর্!!
ঐ | ভাঙা-গড়া | খেলা যে তার | কিসের তবে | ডর?
তোরা সব | জয়ধ্বনি | কর্!!
বধূরা | প্রদীপ তুলে | ধর্!
কাল | ভয়ঙ্করের | বেশে এবার | ঐ আসে সুন্ | দর।
তোরা সব | জয়ধ্বনি | কর্!

ধূমকেতু' কবিতা ছয় মাত্রার মাত্রাবৃত্তে রচিত। এ কবিতার প্রথম স্তবকের পর্ব বিভাজন ও মাত্রাবিন্যাস নিম্নরূপ:

আমি | যুগে যুগে আসি, |আসিয়াছি পুনঃ | মহাবিপ্লব | হেতু	২।৬।৬।৬।২
এই | স্রষ্টার শনি | মহাকাল ধূ | মকেতু!	২।৬।৬।২
সাত |-সাত শ' নরক |-জ্বালা জ্বলে মম | ললাটে!	২।৬।৬।৩
মম | ধূম-কুণ্ডলী |ক'রেছে শিবের | ত্রিনয়ন ঘন |ঘোলাটে!	২।৬।৬।৬।৩
আমি | অশিব তিক্ত | অভিশাপ,	২।৬।৪
আমি | স্রষ্টার বুকে | সৃষ্টি পাপের | অনুতাপ-তাপ |হাহাকার-	২।৬।৬।৬।৪
আর | মর্ত্যে সাহারা | গোবী ছাপ	২।৬।৪
আমি | অশিব | তিক্ত অভিশাপ!	২।৬।৪

ধূমকেতু যেমন বিধাতার সমগ্র সৃষ্টির মধ্যে বিদ্রোহের প্রতীক; কবির চোখে, ভিন্ন অর্থে, স্বাধীনতার প্রতীক। তেমনি 'রক্তাম্বরধারিণী মা' কবিতায় কবি দুর্গার অসুর বিনাশী মূর্তির আবাহন করছেন। কবির চোখে এই ধ্বংসের বুকেই জাগবে সৃষ্টির নব পূর্ণিমা।

কবিতাটি ৬ মাত্রার মাত্রাবৃত্তে রচিত। কবিতাটির মাত্রাবিন্যাস ও পর্ববিভাজন নিম্নরূপ:

রক্তাম্বর | পর মা এবার |
জ্'লে পুড়ে যাক | শ্বেত বসন;
দেখি ঐ করে | সাজে মা কেমন |
বাজে তরবারি | ঝনন্-ঝন্।
সিঁথির সিঁদুর | মুছে ফেল মা গো, |
জ্বাল সেথা জ্বাল | কাল-চিতা।
তোমার খড়্গ |-রক্ত হউক |
স্রষ্টার বুকে | লাল ফিতা।
এলোকেশে তব | দুলুক ঝঞ্ঝা |
কাল-বৈশাখী | ভীম তুফান,
চরণ-আঘাতে | উদ্গারে যেন |

আহত বিশ্ব | রক্ত-বান।
নিঃশ্বাসে তব | পেঁজা-তুলো সম |
উড়ে যাক মা গো | এই ভুবন,
অসুরে নাশিতে | হউক বিষ্ণু- |
চক্র মা তোর | হেম কাঁকন।
টুঁটি টিপে মারো | অত্যাচারে মা, |
গল-হার হোক | নীল ফাঁসি,
নয়নে তোমার | ধূমকেতু-জ্বালা |
উঠুক সরোষে | উদ্ভাসি।

হাস খল খল, | দাও করতালি, |
বল্ হর হর | শঙ্কর!
আজ হ'তে মা গো |অসহায় সম |
ক্ষীণ ক্রন্দন | সম্বর।
মেখলা ছিঁড়িয়া | চাবুক কর মা, |
সে চাবুক কর | নভ-তড়িৎ
জালিমের বুক | বেয়ে খুন ঝ'রে
লালে লাল হোক | শ্বেত হরিৎ।
নিদ্রিত শিবে | লাথি মার আজ, |
ভাঙো মা ভোলার | ভাঙ-নেশা,
পিয়াও এবার | অ-শিব গরল |
নীলের সঙ্গে | লাল মেশা।

দেখা মা আবার | দনুজ দলনী |
অশিব-নাশিনী | চণ্ডী -রূপ;
দেখাও মা ঐ |কল্যাণ করই | (ক 'রি) |
আনিতে পারে কি | বিনাশ-স্তূপ।

শ্বেত-শতদল | বাসিনী নয় আজ |
রক্তাম্বর | ধারিণী মা,
ধ্বংসের বুকে | হাসুক মা তোর |
সৃষ্টির নব | পূর্ণিমা।

।। চার ।।

অগ্নি-বীণার ১৩টি কবিতায় নজরুল আধুনিক বাংলা কাব্যক্ষেত্রে যেমন নতুন দৃষ্টিভঙ্গি ও বক্তব্য নিয়ে উপস্থিত হয়েছেন তেমনি **প্রকাশরীতিতেও** এনেছেন স্বাতন্ত্র্য ও স্বকীয়তা। মাত্রাবৃত্ত ও স্বরবৃত্ত ব্যবহারে, স্তবকরীতির বৈচিত্র্য স্থাপনে, অতিপর্ব, পর্ব ও অপূর্ণ ব্যবহারের সুনিয়ন্ত্রিত বৈশিষ্ট্যে নজরুলের কবিতার ছন্দ অভূতপূর্ব সৌসাম্য, নাটকীয়তা ও সাঙ্গীতিক উৎকর্ষ লাভ করেছে। কালের পরিপ্রেক্ষিতে এবং চিরকালের পটভূমিতে নজরুলের *অগ্নি-বীণার* ছন্দ পরীক্ষার দক্ষতা অনন্যসাধারণ।

তথ্যনির্দেশ

১ রফিকুল ইসলাম, নজরুল-নির্দেশিকা, (ঢাকা: বাংলা একাডেমী, মে ১৯৬৯) দ্রষ্টব্য।
২ আবদুল কাদির, গ্রন্থ-পরিচয়, নজরুল-রচনাবলী, প্রথম খণ্ড, (ঢাকা: কেন্দ্রীয় বাঙলা উন্নয়ন বোর্ড, ১৩৭৩, ১৯৬৬) পৃ ৭২৫